টু থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড এন্ড থার্টি এ. ডি.

শেষ রাতের দিকে যখন ঘুম আসে না, পুরান সব ক্ষতগুলোতে জ্বালা শুরু হয়, আমি তখন প্রায়ই ভবিষ্যৎ পৃথিবী নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখি। কোটি কোটি মানুষের স্বপ্ন। সবারই নম্বর রয়েছে, রেজিস্ট্রেশন রয়েছে, কিন্তু কোথাও কোনো প্রতিভার চিহ্ন নেই, কোথাও কোনো সত্যিকারের মন নেই, একটি মানুষেরও নেই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, গোটা পৃথিবী জুড়ে একই অবস্থা।

—জে. বি. প্রিস্টলি

'সে কথা বলবে আমাদের সাথে,' বান্টিং দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতেই বলল আলভারেজ।

'ভালো,' বলল বান্টিং। 'সামাজিক চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত সে নতি স্বীকার করতে বাধ্য। আজব এক চরিত্র। কি করে সেসব জেনেটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট এড়িয়ে চলেছে, কখনো জানতে পারব না আমি। তবে কথা যা বলার আপনি বলবেন। আগের বার সে বিরক্ত করে মেরেছে আমাকে।'

এক্সিকিউটিভ ট্রেইল বরাবর করিডর ধরে নেমে এগোল দু'জন। এ পথে কাদাচিৎ পা পড়ে কারো। ইচ্ছে করলে তারা মুভিং স্ট্রিপস বা চলন্ত ফিতে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু আলভারেজ হাঁটতে পছন্দ করে বলে আর অমত করেনি বান্টিং। মাত্র মাইল দুয়েকের পথ—এ আর এমন কি।

আলভারেজ দীর্ঘদেহী, একহারা গড়ন। বলা যায়, অ্যাথলেটিক ফিগার। তার চালচলনও তেমন। আয়েশী যান্ত্রিক সুবিধে এড়িয়ে কায়িক পরিশ্রমটা বেশি করে থাকে। যেমন—সিঁড়ি ভেঙে ওঠা নামা, র‍্যাম্পওয়ে ধরে চলা। সবসময় নড়াচড়ার ভেতরেই আছে সে, এদিকে বান্টিং তার বিপরীত। নাদুসনুদুস গোলগাল গড়ন তার। বলতে গেলে কুঁড়ের হদ্দ।

সূর্যের আলো পর্যন্ত গায়ে লাগায় না। ফলে চেহারা সুরতে প্রকট হয়ে উঠেছে ফ্যাকাশে ভাব।

বান্টিং এক ধরনের চাপা কষ্ট নিয়ে বলল, 'আমি মনে করি, আমরা দু'জনই এজন্যে যথেষ্ট।'

'আমারও তাই মত। যদি পারি, আমাদের সেক্টরে রেখে দেব এটাকে।'

'হ্যাঁ! আপনি জানেন, আমিও চিন্তাভাবনা করছি—আমাদের সেক্টরে এটাকে রাখতে হবে কেন? সাতশ' লেভেলের বসবাসের জায়গার ভেতর পঞ্চাশ মিলিয়ন বর্গমাইল জুড়ে তৈরি হবে অ্যাপার্টমেন্টগুলো।'

'বিশাল একটা কাজ হবে বটে,' বলল আলভারেজ।

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল বান্টিং।

'যদি কাজটা আমরা করতে পারি,' নরম গলায় বলল আলভারেজ। 'তাহলে ক্রেডিট বাড়বে আমাদের। একদম ওপরে উঠে যাব আমরা। পৌঁছে যাব শেষ প্রান্তে। এসে যাব গন্তব্যে। শুধু আমরা নই, সকল মানুষ। এবং আমরা করব এটা।'

চোখমুখ উজ্জ্বল হল বান্টিংয়ের। বলল, 'আপনি ভাবছেন, তারা ঠিক সেভাবে দেখবে ব্যাপারটাকে?'

'ব্যাপারটাকে তো আমাদের সেভাবেই দেখতে হবে।'

পায়ে চলা পথটা টুকরো পাথর দিয়ে গড়া। টুকরোগুলো আবার আঁটো করে বাঁধা হয়েছে প্লাস্টিক দিয়ে। ফলে হাঁটার সময় শব্দ হচ্ছে না। মাঝামাঝি দূরত্বে এসে ক্রসকরিডর পেরোবার সময় মুভিং স্ট্রিপগুলোতে অগণিত মানুষের ভিড় দেখতে পেল দু'জন। ফোঁস ফোঁস বাতাসে ভেসে আসছে নানারকম গন্ধ। সহজাত অনুভূতি থেকেই বলে দেয়া যায় কোন গন্ধটা কিসের।

banglainternet.com

তাদের গন্তব্য হচ্ছে একটা আবাসিক রুম। করিডরের একদম শেষ মাথায় ঘরটা। হাজার হাজার যে ঘরগুলো তারা পেরিয়ে এসেছে, সেগুলোর চেয়ে অন্যরকম এই রুমটা। বাতাসে কেমন একটা গন্ধ।

'গন্ধটা পাচ্ছ?' বিড় বিড় করে বলল বান্টিং।

'আগেই গন্ধটা শুঁকেছি আমি,' বলল আলভারেজ। 'অমানবিক।'

'আক্ষরিক অর্থেই!' বলল বান্টিং। 'ওদের দিকে আমরা তাকাই, এটা চায় না সে। বলুন, চায়?'

'সে যদি চাইত, তাহলে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যেত।'

সঙ্কেত পাঠিয়ে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল দু'জন। চার পাশে অগণিত মানুষের সীমাহীন গুঞ্জনের মাঝে দু'জন যেন উপেক্ষিত। এখানে সবসময় এরকম একটা ভাব থাকেই।

দরজা খুলে গেল। ভেতরে অপেক্ষা করছে ক্র্যানউইৎজ। গোমড়া দেখাচ্ছে তাকে। ক্র্যানউইৎজের কাছে তাদের দু'জনকে যেমন বিধ্বস্ত লাগছে, তেমনি ক্র্যানউইৎজকেও উস্কোখুস্কো লাগছে তাদের কাছে।

সব সময় একই পোশাকে ক্র্যানউইৎজকে দেখে আসছে তারা। হালকা ধূসর রঙের কাপড় পরে সে। মাথার চুল একটু বেশি রকমের বড়। তার লালচে চোখ দুটোতে অস্থিরতার ছাপ দেখা যাচ্ছে। ঘন ঘন নড়ছে চোখের মণি।

'আমরা ভেতরে আসতে পারি?' শীতল সৌজন্য আলভারেজের।

দরজার একপাশে সরে গিয়ে জায়গা করে দিল ক্র্যানউইৎজ।

ভেতরে গন্ধটা আরো প্রকট। দরজটা বন্ধ করে দিল ক্র্যানউইৎজ। তারা দু'জন বসল গিয়ে চেয়ারে। ক্র্যানউইৎজ বসল না। দাঁড়িয়ে রইল এক ঠায়। মুখে কথা নেই তার।

আলভারেজ বলল, 'সেক্টর প্রতিনিধি হিসেবে আমার সাধ্য অনুযায়ী আর্জি নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। সাথে উপ-প্রতিনিধি বান্টিংও আছে। তা—আপনি সামাজিক প্রয়োজনের সাথে একাত্ম হতে রাজি কিনা, বলুন।'

ক্র্যানউইৎজ-এর চেহারা দেখে মনে হল, চিন্তা করছে সে। শেষে কথা বলতে গিয়ে গলায় বাধা পেল সে। খুক খুক কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'আমি চাই না। আমাকে করতে হবে না। সরকারের সাথে এ ব্যাপারে চুক্তি রয়েছে আমাদের। আমার পরিবারের সবসময় অধিকার আছে—'

banglainternet.com

'আমরা তো সবই জানি,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল বান্টিং। 'এবং এখানে ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রশ্নই ওঠে না। আমরা আপনাকে স্বেচ্ছায় রাজি হতে বলছি।'

আলভারেজ আলতো করে বান্টিংয়ের হাঁটু স্পর্শ করে বলল, 'আপনি তো বুঝতে পারছেন, আপনার বাবার আমল আর এখনকার পরিস্থিতি এক

নয়। কিংবা গত বছরের কথাই ভেবে দেখুন না। কি হয়েছিল, বলুন তো?'

ক্র্যানউইৎজ-এর লম্বা চোয়াল কেঁপে উঠল একটু। বলল, 'কই, আমি তো কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না। কম্পিউটারের সাথে সঙ্গতি রেখে জন্মহার কমে গেছে গত বছর। এবং এই জন্মহারের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তন ঘটেছে অন্যান্য পারিপার্শ্বিক ঘটনার। কাজেই গত বছরটা কেন অন্যান্য বছরের চেয়ে আলাদা হবে?'

ক্র্যানউইৎজের কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের জোর নেই। আলভারেজ নিশ্চিত, সে জানে গত বছর অন্যান্য বছরের চেয়ে কেন আলাদা। আলভারেজ মৃদু কণ্ঠে বলল, 'এ বছর আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছুতে পেরেছি। জন্মহার এবং মৃত্যুহার এখন একদম সমানে সমান। জনসংখ্যার লেভেলটা স্থির হয়ে গেছে এখন। লোকজনের বসবাসের জন্যে বাড়িঘরের নির্মাণকাজ এখন পুরোপুরি নির্ধারিত হয়ে গেছে। সী ফার্মগুলোতে রয়ে গেছে একটা স্থিতিশীল পর্যায়ে। শুধু মাত্র আপনি দাঁড়িয়ে আছেন মানুষ এবং তাবৎ কর্মকাণ্ডের মাঝখানে।'

'সামান্য ক'টি ইঁদুরের জন্যে তাহলে আটকে আছে সব?'

'সামান্য ক'টি ইঁদুর এবং আরো কিছু প্রাণী। গিনিপিগ, খরগোশ। কিছু পাখি এবং গিরগিটি। সঠিক হিসেবটা আসলে নিইনি আমি—'

'কিন্তু সারা পৃথিবীর বুকে সামান্য ক'টি প্রাণীই তো শুধু। কি আর এমন ক্ষতি ওরা থেকে গেলে?'

'লাভই বা কি?' পাল্টা প্রশ্ন বান্টিংয়ের।

ক্র্যানউইৎজ বলল, 'লাভটা হচ্ছে চোখের দেখা। একটা সময় ছিল, যখন—'

banglainternet.com

এ গল্প আগেও শুনেছে আলভারেজ। কণ্ঠে যথাসম্ভব সহানুভূতি ঢেলে (এবং আলভারেজকে অবাক করে দিয়ে সত্যিই কিছুটা সত্যিকারের সহানুভূতি এসে গেল) বলল, 'আমি জানি সেটা। একটা সুদিন গেছে তখন! কয়েক শ' বছর আগের কথা সেটা! যে প্রাণীগুলোকে আপনি যত্নআত্তির সাথে লালন পালন করছেন, প্রচুর পরিমাণে ছিল সেগুলো। এবং কোটি কোটি বছর আগে, এক সময় ছিল ডাইনোসররা। এভাবে অনেক প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটেছে, কিন্তু আমরা প্রতিটা জীবজন্তুর মাইক্রোফিল্ম রেখে দিয়েছি। মানুষকে ওদের সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে দেয়া চলবে না।'

'আপনারা মাইক্রোফিল্মের সাথে সত্যিকারের জিনিসের তুলনা করেন কিভাবে ?' উত্তেজিত কণ্ঠ ক্র্যানউইৎজের।

কৌতুক খেলে গেল বান্টিংয়ের ঠোঁটে, 'মাইক্রোফিল্মে প্রাণীগুলোর বোটকা গন্ধটা নেই।'

'এক সময় অনেক বড় ছিল চিড়িয়াখানা,' বলল ক্র্যানউইৎজ। 'বছরের পর বছর একে একে অনেক প্রাণী ধ্বংস করে ফেলেছি আমরা। বড় বড় প্রাণীগুলোর একটিও এখন আর নেই। মাংসাশী সমস্ত প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটেছে। বড় বড় গাছগুলো শেষ। থাকার মধ্যে আছে শুধু অল্প কিছু ছোট ছোট গাছ আর খুদে প্রাণীগুলো। থাকতে দিন ওদের।'

আলভারেজ বলল, 'ওদের দিয়ে আপনি করবেনটা কি ? কোনো মানুষই দেখতে চায় না ওদের। লোকজন কিন্তু সব আপনার বিরুদ্ধে।'

. 'সামাজিক চাপের কথা বলছেন—'

'আমরা প্রকৃত বাধার মুখে টলাতে পারব না লোকজনকে। জীবনকে বিষিয়ে তোলে—এমন জিনিস দেখতে চায় না মানুষ। তারা তো অসুস্থ হয়ে পড়ছে, হ্যাঁ—সত্যিই। কাজেই এসব প্রাণী নিয়ে করবে কি তারা ?' আলভারেজের কণ্ঠে শ্লেষের আভাস।

ক্র্যানউইৎজ বসে গেল এবার। চাপা একটা উত্তেজনা তার গলার লালচে আভা বাড়িয়ে দিল আরো। সে বলল, 'একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি আমি। একদিন পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে চলে যাব আমরা। বাইরের অন্যান্য গ্রহে মানুষ গড়ে তুলবে নতুন বসতি। তখন সে চাইবে এসব প্রাণী। নতুন ফাঁকা পৃথিবীতে বিজাতীয় প্রাণীর সঙ্গ কামনা করবে মানুষ। তখন বৈচিত্র্যপূর্ণ নতুন এক ইকোলজি শুরু হবে মানুষের। শুরু হবে ...'

banglainternet.com

অন্য দু'জনের তীব্র দৃষ্টির সামনে মিলিয়ে গেল ক্র্যানউইৎজের কথা।

বান্টিং বলল, 'নতুন পৃথিবী বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন, যেখানে আমরা নতুন বসতি গড়ে তুলব ?'

'কেন, ১৯৬৯ সালে চাঁদে পৌঁছেছিলাম আমরা,' বলল ক্র্যানউইৎজ।

'নিশ্চয়ই, সেখানে আমরা বসতি গড়েছিলাম, এবং চলেও এসেছি ছেড়ে। সৌরজগতে এই পৃথিবী ছাড়া আর কোনো গ্রহ নেই, যেখানে মানব জীবন টিকে থাকার মতো পরিবেশ আছে।'

ক্র্যানউইৎজ বলল, 'সৌরজগতে না থাক, অন্য কোথাও আছে। সেখানকার পৃথিবীগুলো অন্য কোনো তারকাকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে। সেখানে আমাদের পৃথিবীর মতো পৃথিবী আছে কয়েক শ'। এবং অবশ্যই আছে।'

আলভারেজ মাথা নেড়ে বলল, 'সেসব তো আমাদের নাগালের বাইরে। আমরা তো শেষমেষ ভোগ করে যাচ্ছি পৃথিবীটাকেই এবং সেটা পৃথিবী ভরিয়ে তুলেছি মানুষে মানুষে। বেঁচে থাকার বা টিকে থাকার যে ক্ষেত্র আমরা বেছে নিয়েছি, সেটা হচ্ছে এই পৃথিবী। তাছাড়া আলোক-বর্ষ দূরত্ব পাড়ি দিয়ে অন্য কোনো তারকা জগতে যাওয়ার মতো স্টারশিপ তৈরির ক্ষমতাও নেই আমাদের। গত শতাব্দীর ইতিহাস সম্পর্কে জানেন কিছু?'

'উন্মুক্ত পৃথিবীর এটাই তো ছিল শেষ শতাব্দী,' বলল ক্র্যানউইৎজ।

'হ্যাঁ, তাই ছিল,' শুকন কণ্ঠে বলল আলভারেজ। 'আশা করি, এই শতাব্দীর কথা মনে রেখে অতি-কল্পনায় গা ভাসাবেন না। আমি এর পাগলাম দিকটাও বিবেচনা করেছি। এখনকার তুলনায় সেসময় পৃথিবী বলতে গেলে ফাঁকাই ছিল তখন। তবে তারা মনে করত, পৃথিবীটা ভরে গেছে লোকজনে। এর কারণও ছিল বটে। তারা তাদের অর্ধেকেরও বেশি জিনিস যুদ্ধের কাজে লাগাত, যুদ্ধের প্রস্তুতির কাজে লাগাত। কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছাড়াই টাকা-পয়সা নষ্ট করে ফেলত। এভাবে নানারকম অসঙ্গতি দানা বেঁধে উঠল চারদিকে। "জনসংখ্যা বিস্ফোরণ" বলে জনসংখ্যার যে বাড়তি চাপটাকে তারা বোঝাত, এই জিনিসটাকে ভয় পেতে লাগল সবাই। তখন পৃথিবী থেকে পালিয়ে গিয়ে অন্য পৃথিবীতে বসতি গড়ার স্বপ্ন দেখতে লাগল তারা। আমরাও এখন সেরকম একটা পরিস্থিতিতে পড়ে গেছি।

'বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে পারিপার্শ্বিক ঘটনা মিলে সবকিছু সে বদলে দেয়, এই জিনিসটাই আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাইছি। নইলে তো এসব বলার কোনো প্রয়োজন নেই আমার। বর্তমানে বিশ্ব সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সিউসান পাওয়ারের উন্নয়ন রয়েছে, এবং এগিয়ে যাচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। শক্তির প্রাচুর্য এবং সুস্থির জীবন নিয়ে মানুষ সুখশান্তি বসবাস করতে পারে শান্তিময় পৃথিবীতে। এবং বিজ্ঞান সুসামঞ্জস্যপূর্ণ একটা পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলে।

'এটা তো আগেই জানা গেছে যে, ঠিক কত মানুষ এই পৃথিবীতে

banglainternet.com

বসবাস করতে পারে। কত ক্যালোরি সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসে, কত ক্যালোরি ব্যবহৃত হয়, কত টন কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রতি বছর দরকার পৃথিবীর সব সবুজ গাছপালায়, কত টন পরিমাণ প্রাণীর জীবন এই গাছগুলোর ওপর নির্ভরশীল—সব হিসেবই এখন মানুষের নখদর্পণে। এই পৃথিবী সব মিলিয়ে দুই মিলিয়ন টন পরিমাণ প্রাণীর জীবনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে সক্ষম—'

ক্র্যানউইৎজ শেষমেষ আর চুপ থাকতে না পেরে বলে উঠল, 'এবং এই দুই ট্রিলিয়ন প্রাণীর পুরো সংখ্যাটাই মানুষ হচ্ছে না কেন?'

'ঠিক তাই।'

'এমন কি প্রয়োজনে অন্যান্য সব প্রাণী মেরে ফেলা হবে, তাই না?'

'অভিব্যক্তিবাদের এটাই তো নিয়ম,' রাগের সাথে বলল ব্যান্টিং। 'যার যোগ্যতা আছে, সেই টিকে থাকবে।'

আলভারেজ আবার তার সঙ্গীর হাঁটু স্পর্শ করে বলল, 'ব্যান্টিং ঠিকই বলেছে, ক্র্যানউইৎজ', নরম গলায় বলে চলল সে। 'পৃথিবীতে বরাবরই অপেক্ষাকৃত শক্তিশালীরা দুর্বলদের জায়গা দখল করে আসছে। যেমন—সরীসৃপরা স্থান দখল করে উভচরদের, এবং পরে সরীসৃপদের হটিয়ে দেয় স্তন্যপায়ীরা। এবং বর্তমানে এই জায়গা দখলের ব্যাপারটি রয়েছে চূড়ান্ত পর্যায়ে। পৃথিবীতে এখন গিজ্‌গিজ্ করছে পনেরো মিলিয়ন মানুষ—'

'কিন্তু এটা সম্ভব কিভাবে?' ক্র্যানউইৎজের প্রশ্ন। 'পুরোটা ভূভাগ জুড়ে একটা মাত্র বিশাল দালানে একসঙ্গে বসবাস করছে পৃথিবীর সব মানুষ, তাদের সাথে অন্য কোনো প্রাণী নেই, কোনো গাছপালা নেই। ব্যতিক্রম আছি শুধু আমি। আর পৃথিবী জুড়ে যত সাগর মহাসাগর আছে, সব হয়ে গেছে প্লাঙ্কটন স্যুপ। একটা প্রাণীও নেই, অথচ প্লাঙ্কটনে ভর্তি। আমরা আমাদের লোকজনকে খাওয়ানর জন্যে অবিরাম করে যাচ্ছি প্লাঙ্কটনের চাষ।'

'আমরা খুব ভালোভাবে বসবাস করছি,' বলল আলভারেজ। 'কোনো যুদ্ধ নেই, কোনো অপরাধ নেই। আমাদের জন্ম যেমন নিয়ন্ত্রিত, তেমনি মৃত্যুও শান্তিপূর্ণ। আমাদের শিশুরা জন্মগতভাবেই এই পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত। পৃথিবীতে এখন সব মিলিয়ে স্বাভাবিক ব্রেইন আছে বিশ বিলিয়ন টনের মতো।'

'এবং সব ক'টা ব্রেইনের এই বিশাল ওজন আছে কি করতে ?'

একরাশ বিরক্তি নিয়ে সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ল বান্টিং। কিন্তু আলভারেজ এখনো শান্ত। সে বলে চলল, 'আমাদের যাত্রাপথের যে গন্তব্য, আপনি কিন্তু সেটা গুলিয়ে ফেলছেন, বন্ধু। হয়তোবা আপনার পোষা প্রাণীগুলোর জন্যেই এমনটি হচ্ছে। যখন পৃথিবীতে উন্নয়নের একটা প্রক্রিয়া চলছে, তখন জীবনের প্রয়োজনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ নেয়া উচিত। যদি এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অপচয়ও হয়, তবু এর একটা সময়োচিত দিক রয়েছে। এক সময় পৃথিবী ছিল একদম ফাঁকা। তারপর ধাপে ধাপে অভিব্যক্তিবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। কোনো প্রাণী এসে জায়গা করে নিয়েছে, আবার কোনো প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এভাবে দশ মিলিয়ন বা তারও বেশি জাতের প্রাণী এসেছে পৃথিবীতে—এবং বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে চলেছে টিকে থাকার প্রতিযোগিতা।'

'এমনকি পৃথিবীতে মানুষের আগমনের পর, তাকেও শিখে নিতে হয়েছে—কিভাবে টিকে থাকতে হবে। আর এই টিকে থাকতে গিয়ে মানুষকে নিতে হয়েছে বিভিন্ন রকম সুযোগ, পা বাড়াতে হয়েছে অসম্ভবের দিকে। তারপর হয় বোকা বনে যেতে হয়েছে, নয়তো এসেছে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। এভাবে বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে মানুষ আজ পৌঁছেছে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে। গোটা পৃথিবী আজ ভরে গেছে মানুষে মানুষে। এখন শুধু এই সাফল্যটাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করে যাওয়া।'

আলভারেজ একটু বিরতি নিয়ে বলল, 'আমরা এটাই চাই, ক্র্যানউইৎজ। শুধু আমরা কেন, গোটা পৃথিবী চায় এটা। আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, এই প্রজন্মে আমরা পৃথিবীটাকে পরিপূর্ণভাবে নিজেদের করে পেয়েছি। এবং এজন্যে আমাদের স্বতন্ত্র একটা বৈশিষ্ট্য চাই। আপনার প্রাণীগুলো সেই পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

ক্র্যানউইৎজ একগুঁয়ে ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'ওরা তো খুবই ছোট এক রূমের ভেতর পড়ে আছে। খাওয়া-দাওয়াও করছে একেবারেই সামান্য। যদি ওদের সবাইকে সরিয়ে দেয়া হয়, তাহলে ঘরটা নিয়ে কি করবেন আপনারা ? আরো পঁচিশ জন মানুষকে দিয়ে দেবেন ? পনেরো ট্রিলিয়নের মধ্যে মাত্র পঁচিশজনকে নিয়ে এত চিন্তাভাবনা ?'

বান্টিং বলল, 'এই পঁচিশজন মানুষ আরো পঁচাত্তর পাউন্ড মানব-মস্তিষ্ক

বহন করছে। এই হিসেবটা থেকে পঁচাত্তরজন মানুষের মূল্যটা ভেবে দেখুন একবার ?'

'কিন্তু আপনাদের তো বিলিয়নকে বিলিয়ন টন আছেই ?'

'জানি;' বলল আলভারেজ। 'কিন্তু নিখুঁত এবং অনিখুঁত বলে একটা কথা আছে। পূর্ণাঙ্গ জীবন এবং অসম্পূর্ণ জীবনের পার্থক্যের মতো ব্যাপারটা। আমরা ঠিক এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। গোটা পৃথিবী এই ২৪৩০ সালকে উদযাপনের জন্যে উদগ্রীব। এই সেই বহু প্রতীক্ষিত বছর, যখন কম্পিউটার বলে দিয়েছে আমাদের, পৃথিবী এখন পরিপূর্ণভাবে ভরে গেছে মানুষে। লক্ষ্যভেদ অর্জিত হয়েছে আমাদের। জায়গা দখলের লড়াইয়ে বিজয়ের মুকুট পেয়ে গেছি আমরা। এখন এই মাত্র পঁচিশজন মানুষের জন্যে পিছিয়ে থাকব আমরা—তা হোক না পৃথিবীর জনসংখ্যা পনেরো ট্রিলিয়ন। এটা যদিও সামান্য, খুবই সামান্য একটা খুঁত, তবু খুঁত তো বটে।'

'ভেবে দেখুন,' ক্র্যানউইৎজ। পৃথিবী পাঁচ বিলিয়ন বছর ধরে অপেক্ষা করছে মানুষে পরিপূর্ণ হওয়ার জন্যে। এখন আমাদের কি আর দেরি করা সাজে ? আমরা আপনার ওপর জোর করতে পারি না, এবং তা করবও না। তবে আপনি স্বেচ্ছায় যদি রাজি হয়ে যান, তাহলে হিরো বনে যাবেন সবার কাছে।'

বান্টিং সায় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আগামীতে পৃথিবীতে যত মানুষ আসবে, সবাই বলবে ক্র্যানউইৎজ কাজ করেছেন বটে। এবং তার এই একটি মাত্র কাজ পূর্ণাঙ্গতা এনে দিয়েছে মানব ইতিহাসে।'

ক্র্যানউইৎজ অনেকটা ভেংচি কাটার ভঙ্গিতে বলল, 'এবং তারা এটাও বলবে, আলভারেজ এবং বান্টিং মিলে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে।'

'যদি সফল হই, তবেই!' তার কণ্ঠস্বরে বিরক্তির আভাস নেই। 'কিন্তু আমাকে বলুন, ক্র্যানউইৎজ, পনেরো ট্রিলিয়ন মানুষের এই আলোকিত ইচ্ছেটাকে আপনি সারাজীবনের জন্যে আটকে রাখতে পারবেন ?'

ক্র্যানউইৎজ নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল নিচের দিকে। আলভারেজ আলতো করে হাত নাড়ল বান্টিংয়ের দিকে, বান্টিং কোনো কথা বলল না। নীরবতায় অটুট রইল। ধীর গতিতে পেরতে লাগল সময়।

সহসা ক্র্যানউইৎজ ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠল, 'আমার এই প্রাণীগুলোর সাথে আরো একটা দিন কাটাতে পারি আমি ?'

banglainternet.com

'তারপর ?'

'তারপর—আমি আর দাঁড়াব না গোটা মানবজাতি এবং তাদের পরিপূর্ণতার মাঝখানে।'

আলভারেজ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'গোটা বিশ্বকে এ খবরটা জানিয়ে দেব আমি। আপনি সম্মানিত হবেন।'

রুষ্টচিত্তে চলে গেল আলভারেজ এবং বান্টিং।

বিশাল জায়গা জুড়ে কন্টিনেন্টাল বিল্ডিংগুলো ছড়িয়ে। সেখানে পাঁচ ট্রিলিয়ন মানুষ শান্তির ঘুম ঘুমোচ্ছে, দুই ট্রিলিয়নের মতো মানুষ খাচ্ছে আরাম করে, আধা ট্রিলিয়ন মানুষ ভালোবাসা বিনিময় করছে সতর্কতার সাথে। বাকি মানুষেরা তাপ থেকে নিজেদের আড়াল করে কথা বলছে খোশ মেজাজে, কিংবা একমনে কাজ করে যাচ্ছে কম্পিউটারে, নয়তো গাড়ি চালাচ্ছে, অথবা পড়ে আছে কলকব্জা নিয়ে, কিংবা মাইক্রোফিল্ম লাইব্রেরিতে কাজ করছে, বা আনন্দ দিচ্ছে অন্যদের। কোটি কোটি মানুষ ঘুমোতে যাচ্ছে, কোটি কোটি মানুষ জেগে উঠছে, এবং এই রুটিনের কোনো হেরফের হচ্ছে না।

কলকব্জাগুলো কাজ করে যাচ্ছে অবিরাম, নিজেদের পরীক্ষা নিজেরাই করছে, দরকার হলে সেরে নিচ্ছে মেরামত। আর পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরগুলোতে সে প্লাঙ্কটন স্যুপ রয়েছে, ক্রমাগত রোদে পুড়ে পুড়ে ভাঙছে, ভাঙছে, আর ভাঙছে। সেগুলো তুলে নিয়ে শুকিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে সীমাহীন দালানগুলোর প্রতিটা কোণে।

এভাবে কয়েক দশক ধরে চলছে এই প্রক্রিয়া হয়তো বা হাজার বছর ধরে চলবে। শেষবারের মতো নিজের পোষা প্রাণীগুলোকে খাওয়াল ক্র্যানউইৎজ। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল গিনিপিগটাকে। একটা কাছিম তুলে নিয়ে তাকাল ওটার অনুভূতিপ্রবণ চোখের দিকে। আঙুলের ফাঁকে জীবন্ত এক ঘাসের ডগা অনুভব করল ক্র্যানউইৎজ।

পোষা প্রাণীগুলোকে একে একে গুনল ক্র্যানউইৎজ। পৃথিবীর এই শেষ জ্যান্ত প্রাণীগুলো মানুষের জন্যে একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। যেখানে সবুজ সতেজ গাছ জন্মে, সেই মাটি আগে পুড়িয়ে ফেলল ক্র্যানউইৎজ। মরে গেল সব গাছ। এবার পুরো ঘরটা সে ভরিয়ে দিল প্রাণঘাতী গ্যাসে। নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল সব প্রাণীর। একে একে মারা পড়ল সব ক'টা।

শেষে শুধু রইল বেঁচে ক্র্যানউইৎজ। গোটা মানবজাতি এবং পূর্ণাঙ্গতার মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে। তার চিন্তাভাবনায় বিদ্রোহী ভাবটা রয়ে গেছে এখনো। এবং তার জন্যে প্রয়োজনীয় গ্যাসও রয়েছে মজুদ। আর বাঁচতে চায় না সে।

এবং তারপর সত্যিকারের পূর্ণাঙ্গতা এল মানবজাতির মাঝে। ক্র্যানউইৎজ চলে যাওয়ার পর পনেরো ট্রিলিয়ন মানুষ এবং তাদের বিশ বিলিয়ন টন মগজে অস্থির কোনো চিন্তাভাবনাই রইল না আর। পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করার মতো অস্বাভাবিক আইডিয়া নিয়ে আর দাঁড়াল না কেউ।

অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

banglainternet.com